



## 49044 - বহুববাহরে হুকুম ও শর্ত

প্রশ্ন

বহুববাহরে হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্য বহুববাহ বৈধ করেছেন। তিনি তাঁর মহান কতিবাবে বলেছেন: “তোমরা যদি এতমি ময়েদে (বিয়ে করার) ক্ষমতের সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে (সাধারণ) নারীদের মাঝে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তিনজন কথিবা চারজনকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো। কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে অথবা নিজদের অধিকারভুক্ত দাসীদের (রাখতে পারবে)। এটা তোমাদের অবচার না করার নকিটতর।” [সূরা নসি: ৩]

বহুববাহরে বৈধতার পক্ষে এটি দ্ব্যর্থহীন দলীল। ইসলামী শরীয়তে একজন পুরুষ এক, দুই, তিন বা চার বিয়ে করতে পারে। চারের বেশি বিয়ে করা তার জন্য বৈধ না। মুফাসসরিগণ ও ফকীহগণ এই কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে; এতে কোনোটো মতভেদে নাই।

তবে জানতে হবে যে বহুববাহরে কিছু শর্ত আছে:

১- ইনসাফ করা।

কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “কিন্তু যদি (একাধিক স্ত্রীর সাথে) সুবিচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে।” [সূরা নসি: ৩] উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় বহুববাহরে জন্য ইনসাফ করা শর্ত। ব্যক্তি যদি আশঙ্কা করে যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করলে স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে তার জন্য একের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এখানে ইনসাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভরণ-পোষণ, জামা-কাপড়, রাত্রিযাপনসহ স্বামীর সামর্থ্য ও সাধ্যের মাঝে থাকা বস্তুগত সকল কিছু।

কিন্তু ভালোবাসার ক্ষমতের ইনসাফের দায়িত্ব নাই। তার কাছ থেকে এটা চাওয়াও হবে না। কারণ এটা করা তার পক্ষে সম্ভব না। আর এটাই আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ: “তোমরা চাইলেও নারীদের (তোমাদের স্ত্রীদের) প্রতি যথাযথ ন্যায়বিচার করতে



পারবে না।”[সূরা নসি: ১২৯] অর্থাৎ অন্তররে ভালবাসার ক্ষমতেরে।

২- স্ত্রীদরে ভরণ-পোষণ দয়োর ক্ষমতা থাকা:

এর পক্ষমে দলীল হল আল্লাহর বাণী: “যারা বয়িে করার সামর্থ্য (মোহরানা ও খরচাদা) রাখে না তারা যনে চরতির পবতির রাখে, যতক্ষণ না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদরেকে সচ্ছল করে দনে।”[আন-নূর: ৩৩] আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ববাহ করার শারীরকি ক্ষমতা আছে; কনিতু সামর্থ্য নহে, বয়িে করা যার পক্ষমে অসম্ভব হয়ে পড়ছে, এমন ব্যক্তকি চরতির পবতির রাখার নরিদশে দয়িছেন। ববাহ করা অসম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ হল: ববাহরে জন্য মোহরানা না পাওয়া এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণরে সামর্থ্য না থাকা।”[আল-মুফাসসাল ফি-আহকামলি মারআ: (৬/২৮৬)]।

একদল আলমে মনে করনে এক স্ত্রীতে সীমতি থাকার চাইতে বহুববাহ উত্তম। শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়ছিলি: ‘ববাহরে ক্ষমতেরে মূল অবস্থা কি বহুববাহ; নাকি এক স্ত্রীকে ববাহ করা?’ তনি উত্তর দনে: “বহুববাহ করতে সক্ষম এবং যুলুম করার আশঙ্কা করে না এমন ব্যক্তরি ক্ষমতেরে একাধকি বয়িে করা শরয়া বিধান; যহেতে এতে প্রভূত কল্যাণ নহিতি; যমেন- এর মাধ্যমে ব্যক্তরি নজিরে লজ্জাস্থানে পবতিরতা, যাদরেকে সে ববাহ করে তাদরে চারতিরকি পবতিরতা ও তাদরে প্রতি অনুগ্রহ সাধতি হয়, বংশধর বৃদ্ধি পায় যার ফলে উম্মাহর সদস্য সংখ্যাও বাড়ে এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ অভমিতরে সপক্ষমে প্রমাণ হল আল্লাহর বাণী: “তোমরা যদি এতমি ময়েদরে (বয়িে করার) ক্ষমতেরে সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে (সাধারণ) নারীদরে মাঝে তোমাদরে পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কহিবা চারজনকে পর্যন্ত বয়িে করতে পারো। কনিতু যদি (একাধকি স্ত্রীর সাথে) সুবচার করতে না পারার আশঙ্কা করো, তাহলে মাত্র একজনকে (বয়িে করতে পারবে) অথবা নজিদরে অধিকারভুক্ত দাসীদরে (রাখতে পারবে)। এটা তোমাদরে অবচার না করার নকিটতর।”[সূরা নসি: ৩]

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধকি বয়িে করছিলনে। আর আল্লাহ সুবহানাহু বলনে: “তোমাদরে জন্য রাসূলেরে মাঝে উত্তম আদর্শ রয়ছে।”[সূরা আহযাব: ২১]

তাছাড়া জনকৈ সাহাবী যখন বলল: ‘আমি কখনো গশেত খাব না।’ আরকেজন বলল: ‘আমি সবসময় নামায পড়ব; ঘুমাব না।’ অন্যজন বলল: ‘আমি কখনো নারীদরে ববাহ করব না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে যখন এই খবর পৌঁছিল তখন তনি মানুষদরে সামনে খুতবা দয়িে আল্লাহর প্রশংসা করে বললনে: “তোমরা নাকি এমন-এমন বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদরে মধ্যে আল্লাহকে সবচয়ে বেশি ভয় করি ও আল্লাহর প্রতি তোমাদরে চয়ে বেশি মুত্তাকী। কনিতু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই এবং নারীদরেকে ববাহ করি। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থকে মুখ ফরিয়নে য়ে সে আমার আদর্শধারী নয়।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে এ বাণী একজন স্ত্রী ও একাধকি নারী সবার ক্ষমতেরে সার্বকি।”[মাজল্লাতুল



বালাগ, (সংখ্যা: ১০১৫) ফাতাওয়া উলামাইল বালাদলি হারাম: (পৃ. ৩৮৬)]